শাহাদাতে কারবালা সম্পর্কে হুযুরের ভবিষ্যৎ বাণী

১। হযরত উম্মুল ফজল বিনতে হারেছ (রাঃ) হতে বর্ণিত- তিনি নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হয়ে আরজ করলেন- ইয়া রাসুলাল্লাহ! আমি আজ রাতে এক ভয়ঙ্কর স্বপ্ন দেখেছি। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন- কি স্বপ্ন? উম্মুল ফজল বলতে লাগলেন- আমি দেখলাম- যেন আপনার পবিত্র দেহ মোবারক হতে এক টুকরা গোস্ত কাটা হয়েছে এবং আমার কোলে ঐ টুকরা গোস্ত রাখা হয়েছে। তাঁর কথা শুনে হুযুর (দঃ) বললেন- তুমি উত্তম স্বপ্ন দেখেছো- ইনশা আল্লাহ, ফাতেমা এক পুত্র সন্তান প্রসব করবে এবং তোমার কোলেই প্রথমে উঠবে। উম্মুল ফজল (রাঃ) বলেন-অতঃপর যথা সময়ে হযরত ফাতেমা (রাঃ) ইমাম হোসাইন (রাঃ) কে প্রসব করলেন এবং রাসুলুল্লাহর ভবিষ্যৎবাণী মোতাবেক আমিই তাঁকে প্রথম কোলে নিলাম। অতঃপর একদিন আমি ইমাম হোসাইনকে নিয়ে হুযুরের খেদমতে উপস্থিত হয়ে ইমামকে তাঁর কোলে তুলে দিলাম এবং এক দৃষ্টিতে চেয়ে রইলাম। কি আশ্চর্য! দেখি- হুযুরের দুই চোখ দিয়ে অঝোরে অশ্রু ঝরছে। আমি আরজ করলাম- ইয়া নাবিয়াল্লাহ! আমার পিতা মাতা আপনার উপর কোরবান হোক- আপনার কি হলো? হুযুর (দঃ) জবাব দিলেন- জিবরাঈল (আঃ) এসে আমাকে বলে গেলেন- আপনার নামধারী উম্মতেরা অচিরেই আপনার এই সন্তানকে শহীদ করে দেবে। আমি আরজ করলাম- তাই নাকি? হুযুর (দঃ) বললেন- হ্যাঁ। হুযুর (দঃ) আরও বললেন- জিবরাঈল (আঃ) ইমাম হোসাইনের শাহাদতগাহের মাটি থেকে কিছু রক্তমাখা মাটি আমাকে দিয়ে গেলেন"। (মিশকাত- ৫৭২ পৃষ্ঠা)।

২। হযরত আনাছ ইবনে হারিছ (রাঃ) হতে বর্ণিত- তিনি বলেন - আমি নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে একথা বলতে শুনেছি- "আমার এই আওলাদ এমন এক জমীনে শহীদ হবে- যার নাম কারবালা। তোমাদের কেউ যদি ঐ ঘটনায় উপস্থিত থাকে- সে যেন হোসাইনকে সাহায্য করে"। অতঃপর হযরত আনাছ ইবনে হারিছ (রাঃ) ইমাম হোসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুর সফর সঙ্গী হয়ে কারবালায় শাহাদত বরণ করেন। (দালায়েলুন্নবুয়ত পৃষ্ঠা ৪৮৪)।

৩। মুহাম্মদ ইবনে ছাআদ হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আন্হু থেকে বর্ণনা করেছেন- হযরত আলী (রাঃ) হযরত মুয়াবিয়া (রাঃ)-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার উদ্দেশ্যে সিফফীন রওয়ানা হওয়ার সময়ে কুফা থেকে কারবালার পথে অগ্রসর হন কারবালা ময়দানের এক স্থানে হানজাল নামক কিছু কাটাযুক্ত গাছ ছিল। তিনি ঐ স্থানে অবতরণ করে জিজ্ঞেস করলেন- এই স্থানের নাম কি? লোকেরা বললো- কারবালা। তিনি বললেন- সত্যিই কারব ও বালা- অর্থাৎ পেরেশানী ও বালা মুসিবতের স্থান। অতঃপর তিনি ঐ স্থানে অবতরণ করলেন এবং ঐ গাছের নিকট নফল নামায পড়লেন। অতঃপর তিনি বললেন- এখানে সাহাবী নয়- এমন কিছু লোক শাহাদাত বরণ করবেন- তাঁরা বিনা হিসাবে জান্নাতে যাবেন। একথা বলে তিনি সেখানকার একটি নির্দিষ্ট জায়গার প্রতি ইশারা করে বললেন- এইখানে! লোকেরা সেই জায়গাটি কিছু দিয়ে চিহ্নিত করে রাখলেন। সেই জায়গাতেই ইমাম হোসাইন (রাঃ) শাহাদত বরণ করেন। (আল বেদায়া ওয়ান নেহায়া- আল্লামা ইবনে কাছির- ৮ম খন্ড ১৮৮ পৃষ্ঠা।)

৪। হাফেজ আবু ইয়ালা হাকাম ইবনে মুছা, ইয়াহইয়া ইবনে হাম্‌জাহ, হিশাম ইবনে গাজ, মাকহুল ও আবু উবায়দা সূত্রে রেওয়ায়াত করেছেন- "নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন- আমার পর আমার উম্মতের সার্বিক অবস্থা সত্য ও ইনসাফের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে। কিন্তু বনু উমাইয়া বংশের এক ব্যক্তি ঐ ইনসাফ পূর্ণ ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণ পরিবর্তিত ও বিকৃত করে ফেলবে- তার নাম হবে ইয়াজিদ"। ইবনে আছাকির এই বর্ণনাটি দিয়েছেন সাদাকা ইবনে আবদুল্লাহ দামেস্কী সূত্রে, তিনি হিশাম ইবনে গাজ সুত্রে, তিনি মাকহুল থেকে, তিনি আবু ছালাবা ইবনে খাশানী থেকে, তিনি আবু উবায়দা থেকে, তিনি রাসুলুল্লাহ (দঃ) থেকে। (ইবনে কাছিরের বেদায়া নেহায়া ৮ম খন্ড ২১৮ পৃষ্ঠা)।

এতে বুঝা যায়- হুযুর (দঃ) ইয়াজিদের জন্মের পূর্বেই তার অপকর্ম সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত ছিলেন। এটাকেই ইলমে গায়েব আতায়ী বলা হয়। যারা নবীজীর খোদা প্রদত্ত ইলমে গায়েবকে অস্বীকার করবে- এই রেওয়ায়াত তাদের জন্য চপেটাঘাত স্বরূপ। হযরত মুয়াবিয়া (রাঃ) পর্যন্ত খিলাফত ব্যবস্থা ইনসাফ ভিত্তিক ছিল। ইহা নবীজীর কথা। যারা হযরত মুয়াবিয়াকে না-হক, মুনাফিক, বাতিল- ইত্যাদি বলে, তারা নবীজীর দুশমন। তিনি ছিলেন নবীজীর শ্যালক ও মুমিনদের মামা। (গুনিয়াতুত ত্বালেবীন- হযরত বড়পীর সাহেব।)

৫। ইমাম হোসাইন রাদিয়াল্লাহু আন্হু মিরাজ দিবসে ২৭ শে রজব ৬০ হিজরীতে নবীজীর ইশারায় মদিনা শরীফ হতে মক্কায় রওয়ানা হন এবং ৮ই জিলহজ্ব ৬০ হিজরীতে কুফার উদ্দেশ্যে স্বপরিবারে মক্কা শরীফ হতে রওয়ানা দেন। তাকে মক্কায় অবস্থান করার জন্য মক্কার গভর্ণর আমর ইবনে ছায়ীদ অনুরোধ করে পত্র লিখেন। এই পত্র বহন করে নিয়ে যান ইমাম হোসাইন (রাঃ)-এর ভগ্নিপতি ও জয়নবের স্বামী আবদুল্লাহ ইবনে জাফর (রাঃ) ও গভর্ণরের ভাই ইয়াহ্ইয়া ইবনে ছায়ীদ। কিন্তু ইমাম হোসাইন পত্র পাঠ করে মক্কায় ফেরত আসতে অস্বীকৃতি জানিয়ে বললেন- "আমি স্বপ্নে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখেছি। নানাজী ঐ স্বপ্নে আমাকে কিছু নির্দেশ দিয়েছেন- আমি তা অবশ্যই করে ছাড়বো।" আবদুল্লাহ ও ইয়াহ্ইয়া বললেন- ঐ স্বপ্নটি কি বিষয়ে? ইমাম হোসাইন (রাঃ) বললেন- আমি আমার আল্লাহর সাথে মোলাকাত করার (মিলিত হওয়ার) পূর্বে ঐ স্বপ্ন সম্পর্কে কাউকে কিছুই বলবো না।" (ইবনে কাছিরের আল বেদায়া ওয়ান নেহায়া ৮ম খন্ড ১৫৯)

৬। অর্থঃ হযরত সালমা আনসারীয়া (হযরত উম্মে সালমার খাদেমা) হতে বর্ণিত- তিনি বলেন- আমি (সালমা) হযরত উম্মে সালমা (রাঃ) -এর ঘরে প্রবেশ করে দেখি- তিনি কাঁদছেন। আমি আরজ করলাম- কি জন্য কাঁদছেন? হযরত উম্মে সালমা (রাঃ) বলতে লাগলেন- "আমি স্বপ্নে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মাথা ও দাঁড়ি মোবারকে ধুলা বালি মাখা অবস্থায় দেখেছি। আমি আরজ করলাম- হুযুর! আপনার এ অবস্থা কেন? তিনি জবাব দিলেন- "আমি এই মাত্র ইমাম হোসাইনের শাহাদাত প্রত্যক্ষ করে আসলাম।" (তিরমিজি শরীফ, ৫৭০ পৃঃ)

মাসআলা ঃ (১) নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুহূর্তে সর্বত্র ভ্রমণ করতে পারেন। যেমন করেছেন কারবালাতে। তিনি হাজির ও নাজির।

(২) ইমাম হোসাইন (রাঃ) শাহাদাত বরণ করেছেন ৬১ হিজরীর প্রথম মাস মহররমের ১০ তারিখ শুক্রবারে। মদিনার কেউই এ সম্পর্কে জনতেন না। নবী করিম (দঃ) সর্ব প্রথম এ সংবাদ দেন ঐ দিনেই হযরত উম্মে সালমাকে। এ ঘটনা হুযুরের বেছাল শরীফের ৫০ বছর পর। বুঝা গেল- হুযুর সর্বস্থানের উম্মতের খবর রাখেন এবং তাদের জায়গায় যেতেও পারেন। আরও বুঝা গেল- ইনতিকালের ৫০ বছর পরে হুযুরের পবিত্র বাণী (হাদিস) তিরমিজি শরীফে লিপিবদ্ধ হয়েছে।

(৩) কোন্‌খানে কি ঘটনা ঘটবে- তা তিনি পূর্বেই জানেন। এটা খোদা প্রদত্ত হুযুরের ইলমে গায়ব। যেমন- জেনেছেন ৬০০ কিঃ মিঃ দূরে কারবালা প্রান্তরের ঘটনা। খোদা প্রদত্ত ইলমে গায়েব অস্বীকার করা কুফরী।

৭। আবদুল্লাহ্ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে হানী, মাহ্‌দী ইবনে মুলায়মান এবং যায়েদ ইবনে আলী সূত্রে ইবনে আবি দুনিয়া হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন- যায়েদ ইবনে আলী বলেন- "হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) ঘুম হতে জাগ্রত হয়ে 'ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন' পড়তে লাগলেন এবং বলতে লাগলেন- খোদার কসম! হযরত হোসাইন (রাঃ) শহীদ হয়ে গেছেন। সঙ্গীরা জিজ্ঞেস করলেন- হুযুর! কিভাবে এবং কেন? ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলতে লাগলেন- "আমি স্বপ্নযোগে রাসুল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হাতে একটি রক্তের কাঁচপাত্র সহ দেখেছি। হুযুর (দঃ) আমাকে লক্ষ্য করে বললেন- হে ইবনে আব্বাসঃ তুমি কি জান- আমার তথাকথিত উম্মতেরা আমার পরে কি দুষ্কর্ম করেছে? তারা হোসাইনকে শহীদ করে ফেলেছে। এই দেখো- তাঁর রক্ত ও তাঁর সঙ্গীদের রক্ত। এই রক্তকে (কিয়ামতের দিনে) আমি আল্লাহর দরবারে পেশ করবো।" হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) ও তাঁর সঙ্গীগণ স্বপ্নের ঐ দিন-ক্ষন লিখে রাখলেন। ২৪ দিন পর মদিনা শরীফে সংবাদ পৌঁছলো যে, ইমাম হোসাইন (রাঃ) ও তাঁর সঙ্গীগন ঐ তারিখে এবং ঐ সময়েই শাহাদাত বরণ করেছেন"। (ইবনে আবি দুনিয়া- সূত্র আল বেদায়া ওয়ান নেহায়া ৮ম খন্ড ১৮৯ পৃষ্ঠা)।

এতে প্রমাণিত হলো- নবীজী একাধিক ব্যক্তিকে ঐ দিনে ঐ ক্ষনে কারবালার মর্মান্তিক ঘটনার সংবাদ দিয়েছিলেন স্বপ্নের মাধ্যমে। এতে আরও প্রমাণিত হলো- নবীজী স্বয়ং কারবালায় ঐ সময়ে উপস্থিত হয়ে ইমাম হোসাইন ও তাঁর সঙ্গীদের তাজা রক্ত সংগ্রহ করে শিশিতে (কাঁচপাত্রে) ভরে রেখে নিজের কাছে সংরক্ষণ করেছেন এবং হাশরের দিনে খোদার দরবারে ঐ রক্ত পেশ করবেন। কিজন্য পেশ করবেন- তা অত্র হাদীসে উল্লেখ না থাকলেও বুঝতে কারুরই অসুবিধা নেই। তিনি এই রক্তের বিনিময়ে উম্মতের গুনাহ্ মাফ চাইবেন এবং এই রক্তকে উছিলা হিসেবে পেশ করবেন। এতে বুঝা গেল- অন্যের মৃত সন্তানকে জীবিত করার ক্ষমতা প্রয়োগ করলেও নবীজী নিজের আওলাদের বেলায় তা করেন নি- কারণ তাহলে ইসলামের জন্য আত্মত্যাগের আদর্শ স্থাপন হতোনা এবং উম্মতের গুনাহেরও মাগফিরাত বিঘ্নিত হতো।

৮। খতীবে বাগদাদী– আহমদ ইবনে উসমান, মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে ইবরাহীম শাফেয়ী, মুহাম্মদ ইবনে শাদ্দাদ মাছমায়ী, আবু নঈম, আবদুল্লাহ ইবনে হাবীব ইবনে আবু ছাবিত, আবু ছাবিত, ছায়ীদ ইবনে জুবাইর- প্রমুখ রাবীগণ সূত্রে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন- ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন- "আল্লাহ তায়ালা প্রিয় নবী (দঃ)কে অহীর মাধ্যমে জানিয়ে দিয়েছেন যে, আমি হযরত জাকারিয়া (আঃ)-এর পুত্র হযরত ইয়াহ্ইয়া (আঃ)-এর কতলের বদলা নিয়েছি সত্তর হাজার লোক থেকে আর আপনার দৌহিত্র ইমাম হোসাইনের শাহাদাতের বদলা নিব দুই সত্তর হাজার- অর্থাৎ একলক্ষ চল্লিশ হাজার লোক থেকে"। (বেদায়া নেহায়া ৮ম খন্ড ১৯০ পৃষ্ঠা)।

আল্লাহ পাক নবীজীর সাথে যা ওয়াদা করেছেন- তা পূরণ হয়েছে। ৬৪ হিজরীতে ইয়াজিদের মৃত্যুর পর- মোখতার সকফী নামক জনৈক ব্যক্তি ইমাম হোসাইনের বদলা নিয়েছিল এক লক্ষ ৪০ হাজার লোক হত্যা করে। কিন্তু দুর্ভাগ্য যে, সে নিজের সাফল্যে বিভোর হয়ে নিজেকে নবী বলে দাবী করে বসে। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যোবাইর (রাঃ) মক্কার শাসক থাকা কালীন এই ভন্ড নবুয়তের দাবীদারকে হত্যা করেন। শিয়ারা এই ভন্ড নবীকে হক মনে করে এবং কুফার জামে মসজিদের পাশে তার মাযার বানিয়ে রেখেছে এবং নিয়মিতভাবে তার মাযারকে ভক্তি করছে। লানাতুল্লাহ! ইমাম হোসাইনের সেবা করেও সে পথভ্রষ্ট ও অভিশপ্ত হয়ে গেলো। দেখুন- আল বেদায়া ওয়ান নেহায়া এবং মাওঃ আমিমুল ইহ্সান রচিত তারিখুল ইসলাম।

৯। মুহাম্মদ ইবনে ওমর ইবনে হাসান (রাঃ) বর্ণনা করেন- "আমরা ইমাম হোসাইন (রাঃ)-এর সাথে কারবালা প্রান্তরে ছিলাম। ইমাম হোসাইন (রাঃ) যখন সীমার জিল জওশানকে দেখলেন- তখনই বলে উঠলেন- "আল্লাহ ও তাঁর প্রিয় রাছুল (দঃ) যা বলেছেন- তা সত্য। নবী করিম (দঃ) বলেছেন- "আমি যেন দেখছি- একটি ডোরা কুকুর আমার আহলে বাইতের রক্ত চুষে পান করছে।" সীমার ছিল শ্বেত ও কুষ্ঠ রোগী"(তাবাকাতে ইবনে সায়ীদ ৩য় খন্ড ৬৪ পৃষ্ঠা, তাবরানী শরীফ পৃষ্ঠা ৭৪২, মা ছাবাতা বিছছুন্নাহ পৃষ্ঠা ২১৯ ও ছিররুস শাহাদাতাইন পৃষ্ঠা ৮৮)।